

**IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTON)**

Present:

**Mr. Justice Md. Nazrul Islam Talukder
And**

Mr. Justice Kazi Md. Ejarul Haque Akondo

Suo Motu Rule No. 04 of 2021

IN THE MATTER OF:

The State

.....Petitioner.

-Versus-

The Anti-Corruption Commission, represented by
its Chairman, 1, Segun Bagicha, Dhaka and others

.....Respondents.

Mr. A.K.M. Amin Uddin, D.A.G with
Ms. Anna Khanom Koli, A.A.G

.....For the Respondents.

Mr. Md. Khurshid Alam Khan, Senior Advocate,

.....For the Anti-Corruption Commission.

Mr. Mohammad Shishir Manir, Advocate

.....For the Respondent No. 02.

Mr. Md. Shahidul Islam Khan Liton, Advocate,

.....For the Respondent No.03.

Heard on: The 21st day of June, 2022

Judgment on: The 21st day of June, 2022

Md. Nazrul Islam Talukder, J:

On 08.03.2021, Mr. A.K.M. Amin Uddin, the
learned Deputy Attorney-General appearing on behalf
of the State, has drawn our attention to the news report
under caption “দুর্নীতি দমনে ‘দুদক স্টাইল’: ২০ কোটিতে
প্রকৌশলী আশরাফুলের দায়মুক্তি! published in the Daily

Inqilab dated the 2nd March 2021 and taken us through the contents of the news report which reads as under:-

দুর্নীতি দমনে ‘দুদক স্টাইল’

২০ কোটিতে প্রকৌশলী আশরাফুলের দায়মুক্তি!

সাইদ আহমেদ |

দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে ‘হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট’র মহাপরিচালক প্রকৌশলী আশরাফুল আলম এবং তার স্ত্রীকে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পেছনে এ বাবদ তার খরচ হয়েছে ২০ কোটি টাকার বেশি।

গুঞ্জন উঠেছে, এ অর্থ সংস্থাটির অনুসন্ধান কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, পরিচালক, মহাপরিচালক থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ভাগবাটোরা হয়েছে। দুর্নীতির দায় থেকে অব্যাহতি দিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে সক্রিয় ছিল একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এ কারণে আশরাফুল দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশ করেও সেটি প্রত্যাহার হয়ে যায়।

সুপারিশ করা হয় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দানের। অব্যাহতি দানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি কমিশনে জমা পড়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্যাকেজ ডিলের

আওতায় বিদায়ী কমিশনকে দিয়েই অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটতে এখন তোরজোড় চলছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত রোববার একজন কমিশনার দায়মুক্তির ওই ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানা গেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গণপূর্ত অধিদফতরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল আলমের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান শুরু হয় ২০১৯ সালে। তখন তিনি গণপূর্ত অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী। এখন 'হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট'র মহাপরিচালক। গণপূর্তে থাকাকালে তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে। অনুসন্ধানের (নথি নং- ০০.০১.০০০০.৫০১.০১.০৬১.১৯) দায়িত্ব দেয়া হয় দুদকের অনুঃতদন্ত-১ এর সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামানকে। এই ডেস্কটির দায়িত্বে রয়েছেন- মহাপরিচালক সাঈদ মাহবুব।

অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, তার স্ত্রী সাবিহা আলমের সম্পদ বিবরণী চাওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন। দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই করেন সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কর্মকর্তা। তাতে দেখা যায়, আশরাফুল আলমের আইএফআইসি ব্যাংকের লালমাটিয়া শাখায় (সঞ্চয়ী হিসেব নম্বর-১০২৫১৭৯১৫৫০৩১) জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে ৪ লাখ ৮৯ হাজার ৭১৫ টাকা। একই ব্যাংকের বনানী শাখার ৮ লাখ টাকার এমআইএস (নং- ১০১৬১৯২) রয়েছে। এফডিআর (নং-০০০০১৫৯১৩৩২০০) রয়েছে ৮ লাখ টাকার।

আইএফআইসি ব্যাংকের গুলশান শাখায় রয়েছে ১২ লাখ টাকার এমআইএস (নং- ১০০২-১৭৯১৫৫-২৩৬)।

দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে আশরাফুল আলম ৪২ লাখ ৫৫ হাজার ৩১৩ টাকা ব্যাংকে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বিবরণী যাচাইকালে ৪৭ লাখ ৩৫ হাজার ২৮ টাকার তথ্য বেরিয়ে আসে। এখানে তিনি ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৭১৫.১২ টাকার তথ্য গোপন করেন। সম্পদ বিবরণীতে আশরাফ পৈত্রিক, ক্রয়কৃত এবং হেবা দলিলে প্রাপ্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে ৫৫ লাখ ৮ হাজার ৬৭২ টাকার সম্পত্তি রয়েছে- মর্মে উল্লেখ করেন। যাচাইয়ে বেরিয়ে আসে ৮১ লাখ ৮৯ হাজার ১০৭.৪৬ টাকার সম্পদ। ২৬ লাখ ৮০ হাজার ৪৩৫.১২ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেন।

নিজের ৬টি আয়ের উৎস উল্লেখ করেন তিনি। এগুলো হচ্ছে- অতীত কৃষি আয় ১,৫০,০০০/-, বেতন-ভাতা প্রাপ্ত ৯৪,৩২,৫২০/-, পরামর্শ ফি বাবদ আয় ২,৩৫,০০০/-, পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত জমির মূল্য ১,০০০০০/-, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত আসবাবপত্রের মূল্য ৮০,০০০/-, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত স্বর্ণালঙ্কার মূল্য ২,৮৯.২০০/- | সব মিলিয়ে মূল্য দেখান ১ কোটি ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৭২০ টাকা। কিন্তু যাচাইকালে ২৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭২৩.৪৬ টাকার ভ্রাত আয়ের উৎসবহির্ভূত সম্পদ বেরিয়ে আসে তার।

মালিকানাধীন স্বাবর সম্পত্তির মধ্যে বগুড়া সোনাতোলা উপজেলাধীন দিগদাইর মৌজায় ১২ শতক জমিতে (দলিল নম্বর : ৩১৪৭, তারিখ : ২৬/০৮/২০১৩) ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা গোপন করেন। একই মৌজায় ৬ শতক জমিতে (দলিল নং ২০৬৫/ তারিখ : ২৬/০২/২০১৩) ৬৩ হাজার ২৬০ টাকা গোপন করেন। দিগদাইর মৌজায় আশরাফুল আলম এবং তার স্ত্রী সাহিবা আলমের যৌথ নামে কেনা ১৮৩ শতক জমির (দলিল নং-৩৫৩০, তারিখ : ২৫/০৮/২০১৪) মূল্যে ১৯ লাখ ৭৫ হাজার ১৮০ টাকা গোপন করেন।

একই এলাকায় ১১.৫০ শতক জমি ক্রয়ের মূল্য গোপন করতে তিনি 'হেবা দলিল'-এর আশ্রয় নেন। এই দলিলেও তিনি ২১৬ টাকা গোপন করেন। সোনাতোলা উপজেলার ফুলবাড়ি মৌজায় ০৪৫০ অযুতাংশ জমিক্রয়ে (দলিল নং-১৫৮২, তারিখ : ২৫/০১/২০০০) ৪৬ হাজার ৬৪ টাকার তথ্য গোপন করেন। আশরাফের সম্পদ বিবরণীতে দলিলে উল্লেখিত মূল্যের ভিত্তিতে ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৫৯ টাকার সম্পত্তি মূল্য দেখান। যাচাইকালে বেরিয়ে আসে এ সম্পদের দলিল মূল্যই ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৭৯ টাকা। অর্থাৎ ২২ লাখ ৭২০ টাকা তিনি হিসাব বিবরণীতে গোপন করেন।

আশরাফুল আলমের স্ত্রী সাবিহা আলমের স্বাবর সম্পত্তি মধ্যে ঢাকার পশ্চিম ধানমন্ডি রোড-৮/এ, বাড়ি-৩২২, নং-১/সিতে রয়েছে- 'একান্ত ভবন' নামে ১৪২০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট। আয়ের উৎস দেখানো হয়েছে 'ব্যবসায়িক, টিউশনি, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ'। ২০০৩ সালের ২৩ অক্টোবর কেনা এই ফ্ল্যাটের দলিল মূল্য দেখানো

হয়েছে মাত্র ২৬ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। ‘অতীত আয়, ব্যাংক সুদ এবং বাড়িভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ’ দিয়ে এটি কেনা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয় বিবরণীতে। কিন্তু দলিলে উল্লেখ রয়েছে ২৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। এখানে কম দেখানো হয় ২৭ হাজার টাকা।

তবে ধানমন্ডির এই ক্ল্যাটটির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। ঢাকার গুলশান আবাসিক এলাকার রোড-৪৯, বাড়ি-২১ এ অবস্থিত ৫/এ নম্বর ক্ল্যাটটির মালিকও সাবিহা আলম। সম্পদ বিবরণীতে এটি ক্রয়ের উৎস দেখানো হয়েছে, অতীত আয়, বাড়িভাড়া, ব্যবসায়িক আয়, টিউশনি এবং উপহার লব্ধ অর্থ। ২০১৪ সালের ২৩ এপ্রিল ক্ল্যাটটি (দলিল নং-৩০৮২) কেনা হয়। ২ হাজার ৫০ বর্গফুট আয়তনের ক্ল্যাটটির দলিল মূল্য দেখানো হয় মাত্র ৮৩ লাখ ২২ হাজার ৩২২ টাকা। যা অবিশ্বাস্য ধরনের কম। বগুড়া সোনাতলা উপজেলার শিহিপুর মৌজায় রয়েছে ৫ বিঘা জমি (খতিয়ান নং-৮০৮)।

রাজউকের উত্তরা প্রকল্পে রয়েছে আড়াই কাঠার প্লট (সেক্টর -১৬/সি, ব্লক-০২, প্লট নং-২০)। ২০১৪ সালের ৫ মার্চ কেনা এই প্লটটির (দলিল নং-২৫৬৮) দলিল মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ লাখ ৩ হাজার ৩৫৯ টাকা। উৎস দেখানো হয়েছে উপহার থেকে প্রাপ্ত অর্থ। বগুড়া পৌরসভায় স্নিফা আবাসিক এলাকায় রয়েছে ৩ তলা ভবন (বাড়ি নং-১২৭/সি)। এটির জমির মূল্য দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। ভবন

নিৰ্মাণ ব্যয় দেখা হয়েছে ১৮ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে ১০ লাখ ৯ হাজার টাকা গোপন করা হয়েছে।

সাবিহা আলমের আয়ের উৎসবিহীন সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে রাজধানীর ইস্টার্ন হাউজিংয়ে আড়াই কাঠার প্লট (নং-এন-১০, রোড নং ৫/২) রয়েছে। ২০০৭ সালের ২৭ অক্টোবরে তিনি এটি কেনেন। মূল্য দেখান ৭ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। দাখিলকৃত বিবরণীতে এটির তথ্যও সম্পূর্ণ গোপন করা হয়।

বগুড়া সোনাতোলা দিগদাইর মৌজায় ১৮৩ শতক (দলিল নং-৩৫৩০) জমি রয়েছে। এটি আশরাফুল আলম ও সাবিহা আলমের যৌথ নামে কেনা। এটির মূল্যে ১৯ লাখ ৮৫ হাজার ১৮ টাকা গোপন করা হয়। একই মৌজায় ২১ শতক জমির মালিক সাবিহা আলম। ২০১৪ সালের ২৮ এপ্রিল এটি কেনা (দলিল নং-১৭৩১) হয়। এখানে ২ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫০ টাকা গোপন করা হয়েছে। একই মৌজায় ১১.৫ শতক জমির (দলিল নং-২১০৯) মূল্য ৫২ হাজার ৬২৩ টাকা গোপন করা হয়। এভাবে একই মৌজায় যথাক্রমে ১৬ শতক, ১১ শতক, ৪শতক জমিতে তিনি যথাক্রমে: ১ লাখ ২৬ হাজার, ১ লাখ ৫ হাজার ২০০ এবং ৭৭ হাজার ২৫৪ টাকা গোপন করেন। যাচাইকালে দেখা যায়, সাবিহা আলম স্বাবর সম্পত্তিতেই ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৯২৮ টাকা গোপন করেন। এসব সম্পদ ক্রয়ে অর্থের উৎসও দেখাতে পারেননি তিনি। সাবিহার নিজ নামে ১ কোটি ৮২ লাখ ৯২ হাজার ৬০৯ টাকার স্বাবর সম্পদ কেনেন। এছাড়া তিনি ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ কোটি ১৩ লাখ ৬,৫১১ টাকার

অস্বাবর সম্পদের ঘোষণা দেন। যাচাইয়ে দেখা যায়, তিনি স্বাবর-অস্বাবর মিলিয়ে ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৯২৮ টাকার সম্পদ গোপন করেছেন।

সূত্রমতে, দুদকের সহকারী পরিচালক (অনু: ও তদন্ত-১) মো. সাইদুজ্জামান গত বছর ২৮ ডিসেম্বর আশরাফুল আলম ও সাবিহা আলমের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশ করে কমিশনে প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবিহা আলমের নিজের কোনো উপার্জন না থাকা সত্ত্বেও স্বামী আশরাফুল আলমের অবৈধ উপায়ে অর্জিত অপরাধলব্ধ অর্থ দ্বারা নিজ নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৮২ হাজার ৬৩৫ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এর ২৭ (১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) এর ৪(২), (৩) এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় অপরাধ করেছেন। আশরাফুল আলমের বিরুদ্ধে ২৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭২৩.৪৬ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক আইনের ২৬(২) ও ২৭ (১) ধারায় পৃথক মামলা রুজুর অনুমোদন চাওয়া হয় প্রতিবেদনে।

কিন্তু প্রতিবেদনটি জমা দেয়ার কিছু দিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে প্রতিবেদনটি প্রত্যাহার করা হয়। সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান প্রত্যাহার করে নতুনভাবে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা পান। নতুন এই 'নির্দেশনা' আসে কমিশনের শীর্ষ পর্যায় থেকে। অনুসন্ধান কর্মকর্তার ওপর 'উপরের চাপ'ও আসতে থাকে। কমিশনে এই মর্মে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে, কথিত 'নির্দেশনা' এবং 'চাপ'টি আসে মূলত: মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে। আশরাফুল আলমের পক্ষে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট

কাজ করে। আশরাফুল আলম এবং তার স্ত্রীকে দুদকের 'দায়মুক্তি সনদ' পাইয়ে দিতে ঘাটে ঘাটে ঢালা হয় এই অর্থ। এই লেনদেন সম্পন্ন হয় দুদকের বাইরে। যদিও কোনো অনৈতিক লেনদেনেরই প্রমাণ থাকে না। কিন্তু মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে ঘুষ দিয়েছেন- পুলিশের একজন সাবেক কর্মকর্তার এমন দাবির ভিত্তিতে সংস্থার একজন সিনিয়র পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কমিশন। যদিও 'লেনদেনকৃত ঘুষ' এর অর্থ আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়নি। আশরাফুল আলমও ২০ কোটি টাকার বিনিময়ে দুদকের দায়মুক্তি সনদ খরিদ করেছেন- মর্মে গুঞ্জন রয়েছে। এ লেনদেনের কোনো অডিও ক্লিপ নেই। কিন্তু কু হিসেবে দুই ব্যক্তির মাঝে সম্পাদিত একটি 'অঙ্গীকারনামা'কে ভিত্তি ধরা যেতে পারে। এটি স্বাক্ষরিত হয় আশরাফুল আলমের শ্যালক সদরুল ইসলাম সায়মন এবং জনৈক 'রিন্টু আনোয়ার'র মধ্যে। এটি সম্পাদিত হয় ২০১৯ সালের ১০ নভেম্বর।

এতে বলা হয়, 'আমি মো. সদরুল ইসলাম সায়মন (জাতীয় পরিচয়পত্র নং; ১৯৮৩২৬৯২৫৩০০৭২৫২৩), মো. আশরাফুল আলম পিতা-মৃত কাশেম আলী আকন্দ, মাতা আমেনা খাতুন, জাতীয় পরিচয়পত্র নং (স্মার্ট কার্ড : ১৯২২৪৬৩৯২০) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদফতর (রংপুর জোন), গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফ্ল্যাট নং-৫/এ, বাড়ি নং-২১, রোড-৪৯, গুলশান-২, ঢাকা, এর প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতিতে সহযোগিতা করার জন্য জনাব রিন্টু আনোয়ার, ৩৪, বিজয়নগর, আমি মো. আশরাফুল আলমের সস্বামিতা, অনুরোধ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিন্টু আনোয়ারের অফিস ৩৪, বিজয়নগর, চতুর্থ তলার সভায় উপস্থিত হয়ে আমার

নামীয় অ্যাকাউন্টের ২০ কোটি টাকার (বিশ) তারিখবিহীন একটি চেক অগ্রীম হিসেবে উক্ত অঙ্গীকারনামার সাথে নিম্নে স্বাক্ষরকারীগণের উপস্থিতিতে নিজ হাতে স্বাক্ষর করে প্রদান করিলাম। যাহার চেক নং-১০৩৮৯৬, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, লক্ষীপুর শাখা, রাজশাহী।

উল্লেখ্য যে, প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে মো. আশরাফুল আলমের পদোন্নতি চিঠি প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে তারিখ দিয়ে জনাব রিন্টু আনোয়ার উক্ত চেক নগদায়ন করে নিতে পারিবেন এবং এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমার উক্ত চেক মো. আশরাফুল আলমের পদোন্নতির চিঠি প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে যদি নগদায়ন না করে দেই, তবে জনাব রিন্টু আনোয়ার আমার প্রদেয় উক্ত চেকটি ‘ডিজ অনার’ করিয়ে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। আমি সজ্ঞানে সুস্থ মাথায় নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সামনে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।’

‘অঙ্গীকারনামা’য় স্বাক্ষরকারী সদরুল ইসলাম সায়মনের ঠিকানা ‘বাড়ি- ৮/৩, রোড-৪/এ, ৫ম তলা, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা’ উল্লেখ করা হয়। আশরাফুল আলমের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়- রোড-৪৯, বাড়ি-২১, ক্ল্যাট নম্বর ৫/এ। দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এই ক্ল্যাটটির মালিক আশরাফুল আলমের স্ত্রী সাবিহা আলম।

সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, কথিত এই অঙ্গীকারনামায় ‘পদোন্নতি’র বাবদ লেনদেনের কথা উল্লেখ থাকলেও এটি সম্পাদিত হয়েছে দুদক থেকে দায়মুক্তির ‘প্যাকেজ ডিলিং’কে আড়াল করার লক্ষ্যে পদোন্নতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আশরাফুল আলমের শ্যালক সদরুল ইসলাম সায়মন। সায়মনের বন্ধু রিন্টু আনোয়ার। রিন্টু আনোয়ার নিজেকে লেখক, সাংবাদিক ও সংগঠক হিসেবে পরিচয় দেন। একসময় তিনি জাতীয় পার্টি করতেন। এ দল থেকে তিনি এমপি নির্বাচনও করেছেন।

আশরাফুল আলম দম্পতির সম্পদ অনুসন্ধান সম্পর্কে জানতে চাইলে দুদক মহাপরিচালক (বিশেষ অনু:-তদন্ত) সাঈদ মাহবুব ইনকিলাবকে বলেন, এটি এখনও অনুসন্ধানাধীন। ২০ কোটি টাকার ‘প্যাকেজ ডিলের’ আওতায় আশরাফুল আলম দম্পতিকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে, দুদকের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা এ অর্থের ভাগ পেয়েছেন- এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। এদিকে ‘অঙ্গীকারনামা’য় উল্লেখিত সায়মনের মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রকৌশলী আশরাফুল আলমের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে একাধিকবার ফোন করা হয়। ক্ষুদে বার্তা পাঠানো হয়। এতে তিনি সাড়া দেননি।

It may be noted that in view of the above facts and circumstances, this court, by order No. 01 dated 08.03.2021, directed the Chairman, Anti-Corruption Commission to explain its position in this regard and to submit a report as to whether the allegation of discharge/release of Engineer Ashraful Alam, Director General of Housing and Research Institute and his wife from the inquiry proceeding in exchange of a huge amount of money, are true or not, before this court on or before 15.04.2021 by way of affidavit.

Further, at the prayer of ACC, the Respondent No.2, Mr. Syed Ahmed, the News Reporter of the Daily Inqilab was also directed to submit the papers and documents before this court by way of affidavit on or before 15.04.2021 on which he made the reporting on the discharge/release of Engineer Ashraful Alam, Director General of Housing and Research Institute and his wife from the inquiry proceeding in exchange of a

huge amount of money in the news report published in the Daily Inqilab on 02.03.2021.

This court, by another order dated 14.02.2022, also directed the Anti-Corruption Commission to submit the inquiry report before this court on or before 27.02.2022 as per order No.01 dated 08.03.2021 of this court. Side by side, at the prayer of ACC, the Respondent No.02, the News Reporter of the Daily Inqilab was also directed to submit his sources of information before this court on or before 27.02.2022 as per order No.01 dated 08.03.2021 of this court.

On 02.02.2022, the Respondent No.3, Engineer Ashraful Alam, was added as Respondent No.3 to this Suo Muto Rule following an application for addition of party filed by him.

This court, by an order dated 13.04.2022, directed the Anti-Corruption Commission to transmit and produce the records of the inquiry proceeding in respect of Respondent No.03, Engineer Ashraful Alam and his

wife before this court on or before 27.04.2022.

Following the order of this court, the Respondent No.02, the News Reporter of the Daily Inqilab submitted affidavit-in-reply dated 10.02.2022 and also submitted supplementary-affidavit dated 12.04.2022 before this Court.

Mr. Md. Khurshid Alam Khan, the learned Senior Advocate appearing on behalf of the Anti-Corruption Commission, has filed affidavit-in-compliance dated 06.03.2022 before this court.

It may be noted that after holding inquiry into the allegations brought against the Respondent No.3 and his wife, the Inquiry Officer submitted inquiry report on 22.02.2021 recommending release of Respondent No.3 and his wife from the inquiry proceeding but after issuance of our order, the Anti-Corruption Commission formed a 3-member inquiry team on 15.02.2022 and started a fresh inquiry into the allegations brought against the Respondent No.03 and his wife.

At the very outset, Mr. Md. Khurshid Alam Khan, the learned Senior Advocate appearing on behalf of the Anti-Corruption Commission, submits that the Respondent No.02 by making publication of the news report in the newspaper has offended, defamed and tarnished the image of the Anti-Corruption Commission and also challenged the efficacy of the Anti-Corruption Commission which is no doubt a mala fide act to malign the Anti-Corruption Commission which is punishable and he may be punished in accordance of law.

He further submits that this sort of publication of news report made by the Respondent No.02 is not only yellow journalism but also a mafia journalism; publication of this sort of news report maligning the image of the Anti-Corruption Commission can't be spared at all; so, it should be brought under the strict supervision of this court and he should be punished in accordance with law.

From the news report, Mr. Khan reads out that গুঞ্জন উঠেছে, এ অর্থ সংস্থাটির অনুসন্ধান কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, পরিচালক, মহাপরিচালক থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ভাগবাটোরা হয়েছে। দুর্নীতির দায় থেকে অব্যাহতি দিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে সক্রিয় ছিল একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এ কারণে আশরাফুল দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা রুজুর সুপারিশ করেও সেটি প্রত্যাহার হয়ে যায়।

সুপারিশ করা হয় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দানের। অব্যাহতি দানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি কমিশনে জমা পড়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। প্যাকেজ ডিলের আওতায় বিদায়ী কমিশনকে দিয়েই অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটাতে এখন তোরজোড় চলছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত রোববার একজন কমিশনার দায়মুক্তির ওই ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানা গেছে। and then submits that this sort of news report is totally false, fabricated, manufactured and has no basis at all; this kind of news report is imaginary and has been published with a view to scandalizing and undermining the Anti-Corruption Commission; so, this matter should not be taken lightly rather it should be taken and dealt with very strictly and that the reporter and the concerned newspaper may be punished with necessary punishments.

He lastly submits that if this sort of news report is allowed to publish in the newspaper, in that case, the tendency to publish this sort of news report in the newspaper will increase day by day with a view to defaming and undermining the sensitive institutions and organizations such as the Anti-Corruption Commission.

Mr. Khan, in support of his contentions, has referred to a decision taken in the case of Advocate Md. Riaz Uddin Khan vs. Mahmudur Rahman reported in 63DLR(AD)(2011)29 and taken us through paragraph Nos.68, 69, 80, 83 and 89 of the decision.

In paragraph No.68 of the above decision, it has been categorically observed that “Any expression of opinion would not be immune from liability for exceeding the limits under the law of contempt of court or the constitutional limitations either under the law of defamation or contempt of court or the other constitutional limitations under Article 39(2). If a citizen, therefore, in the garb of exercising right of free

expression under Article 39(2)(a) and (b), tries to scandalise the court or undermines the dignity of the court or makes abusive words, then the court is under duty to exercise its jurisdiction under Article 108. No person has any right to flout the mandate of law or the authority of the court for alleged establishment of law under the cloak of freedom of thought and conscience or freedom of speech and expression or the freedom of the press guaranteed by Article 39. Such freedom is subject to reasonable restrictions imposed by the law.”

In agreement with the submissions of the Anti-Corruption Commission, Mr. Md. Shahidul Islam Khan Liton, the learned Advocate appearing on behalf of the Respondent No. 03, submits that the news report in question published in the newspaper has affected the right, name and fame of the Respondent No. 03 and his wife since the matter is under inquiry and it has also influenced and affected the inquiry proceeding and for this reasons, this matter may be disposed of with

appropriate observation and direction so that the inquiry proceeding is not influenced in any way and in any manner.

He next submits that the news report itself is fake, fabricated and manufactured one and this sort of news report should not be published in the newspaper while an inquiry proceeding is going on against the Respondent No. 03 and his wife; so, the Respondent No. 02 should not have published this sort of news report in the newspaper and that being the reason, this matter may be disposed of with appropriate direction so that the inquiry proceeding is concluded following the appropriate provisions of laws and rules.

He lastly submits that the news report has certainly tarnished the image of the Respondent No.03 along with his wife and the Anti-Corruption Commission as well and on this landscape, this matter may be disposed of with necessary observation and direction.

On the other hand, Mr. Mohammad Shishir Manir, the learned Advocate appearing on behalf of the Respondent No.02, categorically submits that the Respondent No.02 being a senior journalist having 30 years of experience has produced so many news reports basing on which the authority concerned has come to know about the situation happening around; he was the President of Law Reporters Forum and he is a member of National Press Club, Dhaka Reporters Unity (DRU) and Reporters against Corruption (RAC); he worked with mainstream national daily newspapers like the Daily Jugantor, the Daily Orthonite Pratidin and the Daily Bangladesher Khobor; he worked as a television anchor of different talk-shows; he is a rhymer and has published 3 (three) rhyme books; he published many sensational and investigative news reports; he has been covering news reports of the Anti-Corruption Commission, Judiciary, Law Ministry and Law Commission. During his 20 years of working in court beats, he covered many sensational cases including

Bangabandhu murder case; he has a remarkable track record of serving this nation and he produced this report with the intention to safeguard potential corruption; in fact, he is professionally duty bound to bring to the notice of the authority any irregularities/corruption happened or likely to happen in the society; he performed his professional commitment with sincerity and integrity and he should be praised for that; because of his report, the Anti-Corruption Commission formed a 3-member inquiry committee in order to conduct further inquiry into the offences alleged to have been committed by the added Respondent No.3 and his wife; the Anti-Corruption Commission should praise him rather than blaming him; for his investigative journalism, this Hon'ble Court issued order on 08.03.2021 and on 15.02.2022, the Respondent No. 01 passed an order to conduct further inquiry into the self-same matter forming 3-member inquiry team, which indicates that the Respondent No.01 accepted his investigative report; now, it is surprising why

Respondent No.01 is repeatedly pressing to ensure punishment of the Respondent No.02; in one hand, Respondent No.01 accepted the news report for conducting further inquiry into the matter and in another hand, the Respondent No.1 is pressing for appropriate punishment; it is a classic dichotomy.

He next submits that the purpose of Anti-Corruption Commission is to prevent corruption and other corrupt practices in the country and for conducting inquiry and investigation of corruption and other specific offences and for the matters incidental thereto; the Respondent No.02, in fact, provided clue for conducting inquiry into the offences alleged to have been committed by the added Respondent No.3 and his wife; hence, the purpose of the Anti-Corruption Commission and the Respondent No.2 is on the same page; they are concomitant side of the same coin; they can work hand to hand; there is no earthly reason that the Respondent No.01 will blame the experienced

journalist who can provide reliable and trustworthy information; the Respondent No.1 should come up with praise worthy words for Respondent No.2; perhaps that situation would best serve this nation against corruption drive.

He then submits that the source of information is a property of a journalist; he deals with information and maintains sources carefully and reasonably; information is the only raw material based on which a journalist provides assistance to the process of rule of law and democracy; therefore, across the globe, the urgency of maintaining secrecy of the source of information is recognized; nowhere of the world, the journalists can be forced to disclose the source of information.

He candidly submits that in our jurisdiction, the Press Council Act, 1974 (Act No.XXV of 1974) has specially provided protection to the journalists. Section 13 (2) of the said Act specially provides as under:

“Nothing in sub-section (1) shall be deemed to compel any newspaper, news agency, editor or journalists to disclose the source of any news or information published by that newspaper or received or reported by that news agency, editor or journalist.”

He additionally submits that since the law of the land has provided mandate to protect the source of information, so long this provision exists, there is no way to force them to disclose the source of information wherefrom journalists received appropriate information.

He vigorously submits that on 22.06.2011, our Parliament enacted another legislation titled ‘the Public-Interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011 (Act No.07 of 2011) which has encouraged the whistleblowers to ventilate information against corruption. Section 5 of the said Act, has specifically provided protection and inspiration to the persons who would blow the whistle against potential corruption.

He strongly submits that upon a cursory view of the Act, it is crystal clear that the law requires to reward/encourage those who as insiders would take initiative to share information around him for the purpose of disclosing corruption scam and irregularities.

He strenuously submits that in the case of **Manohar Lal Sharma vs. Union of India and Others**, reported in AIR 2021 SC 5396 (widely known as Pegasus Case), the Supreme Court of India felt necessity to protect the source of information of journalists. The relevant portion of said Judgment as laid down in paragraph No.40 is quoted below:

“An important and necessary corollary of such a right is to ensure the protection of sources of information. Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for the freedom of the press. Without such protection, sources may be deterred from

assisting the press in informing the public on matters of public interest.”

He earnestly submits that admittedly, democracy is one of the basic structures of our Constitution; freedom of press is considered as the fourth pillar of democracy; investigative journalism is the integral part of freedom of press guaranteed under Article 39 of the Constitution; we all should work together to uphold the freedom of press, failing which the spirit of democracy will be at stake; Article 39 of the Constitution has guaranteed the freedom of thought and conscience; more specifically, Article 39(2)(b) has clearly mentioned the term ‘freedom of the press’; investigative journalism is the necessary corollary of such freedom.

He frankly submits that the Respondent No. 02 works as watchdog and in appropriate situation, they ventilate information not to undermine any person but to serve the cause of justice.

He with reference to Section 12 of The Press Council Act, 1974, submits that if the news report published by the Respondent No.2 offends, defames and tarnishes the image of the Anti-Corruption Commission and the Respondent No. 3, they may file a complaint before the Press Council and if the Press Council has reason to believe that a newspaper or news agency has offended against the standard of journalistic ethics or public taste or that an editor or a working journalist has committed any professional misconduct or a breach of the code of journalistic ethics, the Council may, after giving the newspaper or news agency, the editor or journalist concerned an opportunity of being heard, hold an inquiry in such manner as may be provided by regulations made under this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or censure the newspaper, the news agency, the editor or the journalist, as the case may be.

Summing up all the submissions, Mr. Mohammad Shishir Manir, the learned Advocate appearing on behalf of the Respondent No. 02, lastly submits that for the publication of the news report in the newspaper, he should not be blamed rather he should be appraised for his works because he is working to unearth the hidden corruptions which are available in the society; so, under the circumstances, the Respondent No. 02 should be free and absolved of the alleged charge and/or allegation that he committed wrong and tarnished the image of the Anti-Corruption Commission by making publication of news report in the newspaper.

Mr. A.K.M Amin Uddin, the learned Deputy Attorney-General appearing for the respondents, with reference to sections 12 and 13 of the Press Council Act, 1974, submits that if the Respondent No.2, by publishing the news report, offends the Respondent Nos.1 and 3, there is a provision of filing complaint before the Press Council and necessary action may be

taken against him by the Press Council itself and as such, this matter may be disposed of in accordance with law giving necessary observation and direction.

He lastly submits that since the inquiry is going on against the Respondent No. 03 and his wife, so, this matter may be disposed of in accordance with law with a direction upon the Respondent No.1 to conclude the inquiry as early as possible.

We have gone through the news report published in the newspaper and the contents thereof. We have also considered all the facts and circumstances of the case and the submissions advanced by the learned Advocates and the learned Deputy Attorney-General for the respective parties.

On going through the materials on records, it is evident that following allegations of acquisition of properties by the Respondent No.3 and his wife, which are claimed to be disproportionate to their known sources of income, on 08.01.2020, the Anti-Corruption

Commission issued notices upon them for submitting wealth-statement before the Anti-Corruption Commission. Pursuant to the notices, the Respondent No. 3 and his wife submitted wealth-statement before the Anti-Corruption Commission. On 11.03.2020, the Anti-Corruption Commission appointed an inquiry officer to assess/enquire into the statements of wealth submitted by the Respondent No. 3 and his wife. Having completed the inquiry, an inquiry report was thereupon submitted on 22.02.2021 before the Anti-Corruption Commission holding the view that the Respondent No.3 and his wife acquired both movable and immovable properties by their valid sources of income recommending that no prima-facie evidence was found against the allegations brought against the Respondent No.3 and his wife.

Against this backdrop, on 02.03.2021, the Respondent No.02 published a report in the Daily Inqilab stating, inter-alia, that an inquiry against the

Respondent No. 3, Engineer Ashraful Alam and his wife has been terminated by obtaining a huge amount of money by the officers of the Anti-Corruption Commission.

On 08.03.2021, Mr. A.K.M Amin Uddin, the learned Deputy Attorney-General brought this matter to the notice of this court. Then, this court, by order No. 01 dated 08.03.2021, issued an order directing the Chairman of the Anti-Corruption Commission to explain its position in this regard and to submit a report as to whether or not the allegations published in the newspaper are true and side by side the Respondent No.02, Mr. Syed Ahmed, the News Reporter of the Daily Inqilab was also directed to submit the papers and documents if any before this court, at the prayer of ACC, on which he made the reporting of corruption and releasing the Respondent No.3 and his wife from the inquiry proceeding.

Following the above order and the subsequent orders, Mr. Mohammad Shishir Manir, the learned Advocate appearing on behalf of the Respondent No. 02 has submitted affidavit-in-reply and supplementary affidavit before this court and Mr. Md. Khurshid Alam Khan, the learned Senior Advocate appearing on behalf of the Anti-Corruption Commission has also submitted affidavit-in-compliance before this court.

As per submissions of the learned Advocate for the Anti-Corruption Commission, the Respondent No.2 by publishing the news report in the Daily Inqilab has offended, defamed and tarnished the image of the Anti-Corruption Commission and also challenged the efficacy of the Anti-Corruption Commission which is no doubt a mala fide act to malign the Anti-Corruption Commission which is punishable and he may be punished in accordance of law. On the flip side, the arguments of the learned Advocate for the Respondent No. 2 are that the Respondent No. 2 being duty bound

professionally and legally published the news report in the newspaper with regard to the irregularities and corruption with a view to bringing this matter to the notice of the authorities and the public as a whole and that for this reason, the Respondent No. 2 should be appreciated rather than being blamed. In the context of submissions and counter-submissions, now we want to discuss about the scopes and privileges of the newspapers/media and journalists in publishing news report in the newspaper as underlined in the Constitution and other laws.

It is worthwhile to mention that Article 39 of the Constitution has guaranteed freedom of thought and conscience. More specifically, Article 39 (2)(b) has clearly mentioned about the term of ‘freedom of the press’. Furthermore, Article 39 of the People’s Republic of Bangladesh guarantees freedom of press and the right of every citizen to freedom of speech and expression subject to certain exceptions. That such

exceptions are namely (i) in the interests of the security of the State, (ii) friendly relations with foreign states, (iii) public order, decency or morality, or (iv) in relation to contempt of court, (v) defamation or (vi) incitement to an offence. Apart from the above, investigative journalism is the necessary corollary of such freedom. Investigation by a journalist includes research, gathering information from different sources, observation and due diligence. In doing so, the journalists act as the fourth pillar of democracy and consequently, serve the nation. They are the part and parcel of a democratic process. In a modern world, right to information is being treated as one of the pre-conditions for expression of opinion. Journalists act as helping hands for ensuring rule of law and democracy which have been recognized as the basic structure of the Constitution. They work as watchdogs and in appropriate situation; they ventilate information not to undermine any person but to serve the cause of justice. In a democracy, there should be an efficient and

fearless press to act as watchdog of democracy. Newspapers make people aware of every field of society. In the present age, corruption is present in all walks of life. Newspapers play an important role in highlighting the menace of corruption and thereby the people are made aware of the corrupt practices if any prevalent in various state-run departments, organisations, agencies and private organisations. But of course, yellow Journalism is always disapproved, discarded and not appreciated at all. newspaper should concentrate on giving only the true picture of the society. Corruption is now a universal phenomenon. It is as old as our human society. The corrupt people are eating out the possibility and dream of the Nation dreamt by the father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the people of this country. The poorer and marginalised section of the people suffers the most for corruption. United Nations Convention against corruption was adopted in 2003 with a view to preventing, investigating and prosecuting the corrupt

people engaged in corruption. United Nations Convention against corruption has highlighted the preventive measures, criminalization and law enforcement measures, international cooperation and asset recovery. An entire chapter of the Convention is dedicated to prevention, with measures directed at both the public and private sectors. The Convention requires countries to establish criminal and other offences to cover a wide range acts of corruption, if these are not already crimes under domestic law. Countries are bound by the Convention to render specific forms of mutual legal assistance in gathering and transferring evidence for use in court, to extradite offenders. A highlight of the Convention is the inclusion of a specific chapter on asset recovery, aimed at returning assets to their rightful owners, including countries from which they had been taken illicitly. To us, the corrupt people are responsible to breed, create and sustain an atmosphere of corruption with impunity. Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive

effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. Under the aforesaid discussions, our considered view is that the media and the journalists are constitutionally and legally authorised to publish news reports on corruption and corrupted practices along with money laundering if any including other important news on the matters of public interest.

In view of the submissions of the parties as noted above, now we want to discuss about the laws and legal decisions which have given protection to the journalists in not disclosing the source of information.

Section 2(5) of the Public-interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011, provides that “whistleblower” means the person who discloses the public interest information to a competent authority, Section 4 of the aforesaid Act contemplates that any

whistleblower can make public interest disclosure, if considered reasonable, to a competent authority and Section 5(1) of the aforesaid Act indicates that if any whistleblower discloses any authentic information under sub-section (1) of Section 4, his identity cannot be divulged without his consent.”

It may be noted that in the case of **Manohar Lal Sharma vs. Union of India and Others**, reported in AIR 2021 SC 5396 (widely known as Pegasus Case), the Supreme Court of India felt necessity to protect the source of information of journalists. The relevant portion of said Judgment as laid down in paragraph No.40 is quoted below:

“An important and necessary corollary of such a right is to ensure the protection of sources of information. Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for the freedom of the press. Without such protection, sources may be deterred from

assisting the press in informing the public on the matters of public interest.”

According to Section 20(2) of the Press Council Act, 1974, no suit or other legal proceeding shall lie against any newspaper in respect of the publication of any matter therein under the authority of the Council. As per submissions of Mr. Mohammad Shishir Manir, the Respondent No. 02 being a “working journalist” for the Daily Inqilab may be afforded the protection of the provisions of the Press Council Act, 1974 and be dispensed with the submission of the papers and documents as required by this court.

The Rule 10 of the জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭ provides that secrecy shall have to be maintained while using any published public interest information so that the identity of the informant or information source is not disclosed. Therefore, the required disclosure of the papers and documents by

Respondent No. 02, may be violative of the Rule 10 of the জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭।

A reference to Section 2(4) of the Public-interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011 and Rules, 2017 provide for protection of publisher/news agency of information of public interest relating to a) irregular and unauthorized use of public money; b) mismanagement of public resources; c) misappropriation or misuse of public money or resources; d) abuse of power or maladministration; e) committing criminal offense or illegal or prohibited acts; f) a conduct that is harmful or dangerous for public health, safety or to the environment; or; g) corruption. Since there are efficacious mechanism for the protection of journalistic information sources used for publication of public interest information, the required disclosure of the papers and documents by Respondents No.02 may be violative of the provisions

of the Public-interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011 and Rules, 2017.

Section 28B of the Anti-Corruption Commission Act, 2004 provides that no information given by any person about any offence under this Act and specified in its Schedule be admitted as an evidence in any civil or criminal court, or no witness shall be allowed or compelled to disclose name, address and identity of the informant, or cannot be allowed to present or disclose any information which discloses or may disclose the identity of the informant. Therefore, the required disclosure of the papers and documents by Respondent No. 02, at the prayer of ACC, may be violative of the above provision of the Anti-Corruption Commission Act, 2004 in view of the above statement of law and analogical reasoning as well.

As per submission of the learned Advocate for the Respondent No.02, the Supreme Court is oath bound to protect the constitution and laws of the country

including the fundamental rights enshrined in our Constitution and is guardian to protect the freedom of press. In this regard, this Court may direct the relevant authorities to eliminate the corruption from the country upholding the freedom of press and protecting the source of information of the journalists.

It may be noted that the lack of protection to the whistleblower is one of the contributors to corruption. In this regard, our High Court Division in the case of Iqbal Hassan Mahmood alias and Iqbal Hassan Mahmood Tuku vs. Government of Bangladesh and others, reported in 60 DLR (HC) (2008)88, observed in paragraph No.183 as follows:

“In order to succeed in the campaign against corruption, we must first find out the factors contributing to corruption or failing in the prevention of corruption. In various international researches, conditions found favourable to corruption are lacking control over accountability of the government, over-

size of the government and/or excessive presence of the governance in the life of the citizens, absence of access to the information of the decision making process at the high level of the government, absence of democracy or dysfunctional democracy, lacking civil society and non-governmental organizations which could monitor the government, weak rule of law, weak legal profession, weak judicial independence and lacking protection of the whistle blowers, etc are found to be the main contributors to corruption.”

So, under the above facts and circumstances and the propositions of law, we have no hesitation to hold the view that the laws have given protection to the journalists in not disclosing the source of information.

Now we want to make discussion in respect of punishment of the journalist for the publication of the news report since the same, as per submission of Mr. Khan, has offended, defamed and scandalised the Anti-Corruption Commission.

As per Mr. Khan, the news report published by the Respondent No.2 is totally false, fabricated and manufactured one and has no basis at all and this sort of news is imaginary and has published with a view to scandalising and undermining the Anti-Corruption Commission and as such, this matter should not be taken lightly rather it should be taken and dealt with very strictly and that the reporter and the concerned newspaper may be punished with necessary punishments.

In order to address this issue, we want to refer to Section 12 of the Press Council Act, 1974, which runs as under:

Section 12(1) of the aforesaid Act contemplates that where, on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper or news agency has offended against the standard of journalistic ethics or public taste or that an editor or a working journalist has committed any

professional misconduct or a breach of the code of journalistic ethics, the Council may, after giving the newspaper or news agency, the editor or journalist concerned an opportunity of being heard, hold an inquiry in such manner as may be provided by regulations made under this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or censure the newspaper, the news agency, the editor or the journalist, as the case may be.

Section 12(2) of the aforesaid Act provides that if the Council is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may require any newspaper to publish therein, in such manner as the Council thinks fit, any report relating to any inquiry under this section against a newspaper or news agency, an editor or a journalist working therein, including the name of such newspaper, news agency, editor or journalist.

Section 12(4) of the aforesaid Act indicates that the decision of the Council under sub-Section (1) or Sub-Section (2), as the case may be, shall be final and shall not be questioned in any court of law.

Section: 13(1) of the aforesaid Act suggests that for the purpose of performing its functions or holding any inquiry under this Act, the Council shall have the same powers throughout Bangladesh as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavit;
- (d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- (f) any other matter which may be prescribed.

Section 13(2) of the aforesaid Act speaks out that nothing in sub-section (1) shall be deemed to compel any newspaper, news agency, editor or journalist to disclose the source of any news or information published by that newspaper or received or reported by that news agency, editor or journalist.

Apart from the above, as per submission of Mr. Khan, the reporter may be punished since the matter is an offence. It may be noted that this matter is not a contempt proceeding. The court simply issued an order directing the Anti-Corruption Commission to explain as to whether or not the reporting on corruption and irregularities that has been made by the reporter, the Respondent No.02 is correct/true.

It is also evident from the record that immediately after passing the order by this court, the Anti-

Corruption Commission has taken the initiative to start a fresh inquiry into the matter which was terminated earlier releasing the Respondent No.3 and his wife from the previous inquiry proceeding. Since it is not a contempt matter, so the question of imposing punishment on the reporter does not come within the ambit of contempt of this court.

It stems out from the record that the previous inquiry proceeding was not conducted following the provisions of the Anti-Corruption Commission Manual, 2018.

It is pertinent to note that the Constitution has not given any impunity to any person except immune from arrest and prosecution in respect of any criminal offence. There is neither any constitutional nor any statutory or legal bar to conducting an inquiry by the Anti-Corruption Commission in respect of allegation of commission of offence mentioned in the schedule of the Anti-Corruption Commission Act, 2004.

Moreover, Section 17(c) of the Anti-Corruption Commission Act, 2004 empowers the Anti-Corruption Commission to start inquiry with regard to any type of corruption.

Considering the facts and circumstances of the case, the submissions advanced by the learned Advocates and the learned Deputy Attorney-General for respective parties and the legal propositions of law cited and discussed above, the matter at hand may be disposed of in the following manner:-

- (1) Since an inquiry proceeding against the Respondent No.03 and his wife has already been started, that will continue in accordance with law subject to the condition that the officers who conducted the inquiry earlier will not be allowed to remain in the fresh inquiry;
- (2) The Anti-Corruption Commission shall conclude the inquiry proceeding initiated against the Respondent No.3 and his wife

within 6 (six) months from the date of receipt of this judgment and order following the provisions of the Anti-Corruption Commission Act, 2004, the Anti-Corruption Commission Rules, 2007 and the Anti-Corruption Commission Manual, 2018.

4) If the Respondent Nos.01 and 03 are offended, maligned and undermined by the news report of the news reporter of the Daily Inqilab and the newspaper, they being aggrieved by the same may lodge a complaint before the Press Council for appropriate remedies whatsoever.

With the aforesaid observation and direction, this matter is disposed of.

The Anti-Corruption Commission is directed to proceed with the fresh inquiry proceeding in accordance with law and submit affidavit of compliance before this Court with the outcomes of the inquiry through the Registrar of the Supreme Court of Bangladesh, High Court Division.

Communicate the judgment and order to the Chairman, Anti-Corruption Commission and other respondents at once.

Kazi Md. Ejarul Haque Akondo, J.

I agree